দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ .... পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ... ৩ .....

সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে দু'টি কথা

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার বড়ই দুর্দিন চলছে। এই দুর্দিনে যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে ছাত্রছাত্রী তথা জাতি অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে। এ বছর ২০০১ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কোন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী নিজ স্কুল-কলেজে পরীক্ষা দিতে পারেনি। এ দৃঢ় পদক্ষেপের জন্য তৎকালীন সরকারকে সাধুবাদ জানাই। এ মহান উদ্যোগটি যাতে বন্ধ না হয়ে চালু থাকে অর্থাৎ অবশ্যই যেন অন্য কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা বহাল থাকে। এ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা কিছুটা হলেও পড়ার টেবিলে ফিরে যাবে। কেননা অন্য কেন্দ্রে গিয়ে পেশীশক্তি, অস্ত্র, মস্তানী, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পরীক্ষার হলে নকল করা চলে না। অবশ্য এটা সম্ভব হয় পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্তরা সতর্ক থাকলে। পরীক্ষার হলে নকল প্রতিরোধ করা ভাল। তবে সব সময় প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে ছাত্রছাত্রীদের সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দেন এবং শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় আগ্রহী করে তোলা যায় এবং সঠিক জ্ঞান ও যোগ্যতা নিয়েই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষত মফস্বলের স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় দেখা যায় শিক্ষকগণ সরকারী ও প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত বেতন পান ঠিকই কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানোর দায়িত্ব সঠিকভাবে ও নিয়মিতভাবে পালন করেন কিনা তা দেখার কেউ নেই। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে বিশেষভাবে কলেজগুলোতে দেখা যায় শিক্ষকগণ সপ্তাহে মাত্র ৩/৪ দিন হাজিরা দেন। কেউ কেউ এসে ক্লাস না নিয়ে গল্পগুজব করে চলে যান। স্থায়ী এবং একটা সর্বক্ষণিক চাকরি করলে যে সপ্তাহে ৬ দিন প্রতিষ্ঠানে আসতে হয় এবং শিক্ষাদান করতে হয় তা যেন তাঁরা জানেনই না। ইচ্ছামতো আসা-যাওয়া আর মাস গেলে সরকারী ও প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত বেতন নেয়াই যেন তাঁদের কাজ। ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো যে তাঁদের দায়িত্ব তা তাঁরা তোয়াক্কাই করেন না। এগুলো দেখার কেউ নেই। স্থানীয় গবর্নিং বডির লোকজন তাঁদের নিজস্ব আত্মীয়স্বজন ও দলীয় লোক নিয়োগ দেন। তাই তাঁদের প্রতি নজর রাখা প্রয়োজন ও ভাল মনে করেন না। এ ক্ষেত্রে যদি কোন প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে কড়াকড়ি করেন এবং রীতিমতো স্কুল-কলেজে আসার ব্যবস্থা করতে চান এবং সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া করার চেষ্টা করেন তবে তাঁরই বিপদ হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট ফাঁকিবাজ শিক্ষক ও গবর্নিং বডির লোক এক হয়ে তাঁকে পদচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তদারকির দায়িত্ব স্থানীয় গবর্নিং বডির ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকলে দেশ ও জাতির সর্বনাশ ছাড়া কিছুই হবে না। তাই যথাযথ সকল কর্তৃপক্ষ তথা শিক্ষা বিভাগের সাথে জড়িত অর্থাৎ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরসহ সকল জেলা ও থানা শিক্ষা দফতরের সকলে যৌথভাবে মফস্বলের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক দল শক্তিশালী করে নিয়মিত পরিদর্শন না করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে না। তাই একটা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ববান সকলের কাছে আমার আবেদন– নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা করে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও সুন্দর শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের ব্যবস্থা নিন।

মোঃ কাওছার আলী
কলাতিয়া কলেজ
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।